দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিশৃঙ্খলা কাঙ্ক্ষিত নয়

টিউশন ফি বাড়ান নিয়া সৃষ্ট বিরোধে গত রবিবার বেসরকারি নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ভাঙচুর করে। তাহারা উপাচার্যসহ কিছুসংখ্যক শিক্ষককে আটকাইয়া রাখে। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষ জেনারেটর চালাইয়া কালো ধোঁয়া ছড়াইয়া বিক্ষোভকারীদের হটাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করিতে পুলিশ আসিয়া লাঠিচার্জ করিলে ছাত্ররা আরও বেপরোয়া হইয়া উঠে। তাহারা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে ইটপাটকেল ছুঁড়িয়া ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদী হইয়া উঠিবার কোনো কারণ ছিল না, এমন কথা আমরা বলিব না। এমনিতেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে টিউশন ফি অনেক বেশী। একটি সেমিস্টারের জন্য সব মিলাইয়া কমবেশি ৬০ হাজার টাকা ফি প্রদান মোটেও সহজ কথা নয়। বিদেশের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যে কোনো ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি-এর তুলনায় ইহা হয়তো বেশি নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয়ের বিবেচনায় ইহা যে খুব সহনীয় নয়, তাহা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে ১৯৯৩ সালে বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আইন করা হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আসন সংকুলানের অভাবে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। সেই শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবে বেসরকারি খাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ এতটাই বাণিজ্যিক হইয়া গিয়াছে যে, সীমিত আয়ের কোনো পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ওইসব বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করা সম্ভবপর নয়। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পাবলিক ভার্সিটির বিকল্প হইয়া উঠিতে পারে নাই। তদুপরি বেসরকারি খাতের এইসব উচ্চ শিক্ষায়তনের কোনো কোনোটির লেখাপড়ার মান এবং পরিবেশ নিয়া প্রশ্ন রহিয়াছে। অনেক প্রতিষ্ঠানের ভবনের সামনে একটুকরা জায়গাও নাই। লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী নাই। শিক্ষকদের অধিকাংশ পার্টটাইমার। লেকচার গণনা করিয়া তাহারা টাকা পান। এই ধরনের শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকসুলভ কর্তব্যবোধের তাড়না খুঁজিবার কথা নয়।

এই প্রেক্ষাপটে যখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন শিক্ষার্থীরা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেই পারে। প্রতিবাদ তাহারা জানাইতেই পারে। কিন্তু সেই প্রতিবাদের ভাষাটি কি রকম হইবে, কিরকম হওয়া উচিত, সেইটাই কথা। পরিস্থিতিদৃষ্টে মনে হয়, গোটা শিক্ষাঙ্গনে যে নৈরাজ্যকর এবং সংঘাতসংকুল পরিবেশ বিরাজমান রহিয়াছে, তাহাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ভাইরাসের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি-বেসরকারি অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সংঘাত-সংঘর্ষে জ্বলিয়া ফুঁসিয়া উঠে প্রায়শ। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পর হইতে শাসকদলের সহযোগী সংগঠন ছাত্রদলের একশ্রেণীর নেতা-কর্মীর দৌরাত্ম্যে কম্পমান হইয়া উঠে দেশের প্রায় সবগুলি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, জগন্নাথ, বুয়েট, কুয়েট, মেডিক্যাল সবখানেই সংঘাত, হানাহানি লাগিয়াই আছে। কোথাও ছাত্রদল বনাম ছাত্রদল কিংবা ছাত্রশিবির, কোথাও বা ছাত্রদলেরই বিবদমান দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হইবার ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের নাম ভাঙাইয়া যাহারা সন্ত্রাস করে তাহাদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিলেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনগত অথবা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হইলেও ফলোদয় হইয়াছে সামান্যই। ক্যাম্পাসে হানাহানি এবং প্রাণহানির প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রাবির ঘটনায় ওই বিভাগীয় শহরের প্রায় সবগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলাইয়া দিতে হইয়াছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যকার এইসব হানাহানিতে অভিযোগ রহিয়াছে, কখনও কখনও, কোথাও কোথাও একশ্রেণীর দলীয় শিক্ষকও মদদ যোগাইয়া থাকেন।

এইরূপ ভয়াবহ নৈরাজ্যকর এবং নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কাচের স্বর্গ রচনা করিয়া নিরাপদ থাকিবে, এমনটি আশা করা যায় না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অসহিষ্ণুতার শিক্ষায় অনুপ্রাণিতবোধ করিলে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। স্বীকার্য, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সময়-অসময়ে রণক্ষেত্র হইয়া উঠিবার কারণ এবং নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের হেতু এক নয়। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হইলেও মূলকথা কিন্তু একই। সংঘর্ষ যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক না কেন, পরিণতিতে শিক্ষার পরিবেশ যে বিপর্যস্ত হয়, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। দিনের পর দিন এই অবস্থা চলিতে দেওয়া যায় না। শিক্ষাঙ্গন, সে সরকারি খাতের হউক কী বেসরকারি হউক, লেখাপড়ার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করিতে হইবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ না থাকিলে লেখাপড়ার মান উন্নয়ন তো দূরের কথা, যেটুকু আছে, সেটুকু রক্ষা করাও কঠিন হইবে। এইক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যাহা করা প্রয়োজন, তাহা হইল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শান্তি ও শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা। এইজন্য যদি ছাত্র রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহাই করিতে হইবে। শাসকদলকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে সন্ত্রাস-সংঘাতে জর্জরিত ছাত্র সংগঠনের অভিভাবকত্ব। সরকারি খাতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইলে, তাহাই হইবে অন্যসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুকরণীয়। বিষয়টির প্রতি আমরা আবারও সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলির নিবিড় মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।